আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত | এমবিবিএস শিক্ষার্থী, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ

ক্যান্সার ও শরীরের যেকোনো টিউমার ধ্বংস করার শক্তিশালী রুকইয়াহ

পড়ার ও শোনার বিশেষ নিয়ম:

রুকইয়াহ শুরু করার আগে ডান হাত টিউমারের স্থানে রাখুন। টিউমার শরীরের ভেতরে হলেও সেই বরাবর বাইরের অংশে হাত রাখুন। রুকইয়াহ চলাকালীন চোখ বন্ধ করে টিউমারটির দিকে মনোযোগ দিন এবং আপনার ডান হাতটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (Counter-clockwise / Anti-clockwise) আস্তে আস্তে গোল করে ঘোরাতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ, টিউমারটি ধ্বংস হয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে।

১. টিউমার ধ্বংস ও টেনে বের করার বিশেষ দোয়া

নিয়ম: হাত ঘুরিয়ে বারবার পড়বেন (৭ অথবা ২১ বার)

بِسْمِ اللَّهِ يُسْحَبُ أَيُّ وَرَمٍ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَيَخْتَفِي نِهَائِيًّا طَاعَةً لِلَّهِ وَيُعَالَجُ مَوْضِعُهُ.

আল্লাহর নামে এই স্থানের যেকোনো টিউমার টেনে বের করা হোক এবং আল্লাহর আনুগত্যে তা চিরতরে বিলুপ্ত হোক, আর এর স্থানটি সারিয়ে তোলা হোক।

بِسْمِ اللَّهِ يَتَقَلَّصُ حَجْمُ الْوَرَمِ الْآنَ... يَتَقَلَّصُ وَيُفَتَّتُ بِأَمْرِ اللَّهِ.

আল্লাহর নামে এখনই এই টিউমারের আকার ছোট হয়ে যাক... আল্লাহর আদেশে এটি ছোট হয়ে যাক এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাক।

২. সূরা আল-ফাতিহা ও শিফার আয়াত

নিয়ম: ৩ অথবা ৭ বার পড়বেন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

যাবতীয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং কেবল আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখান। তাদের পথ, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন; তাদের পথ নয়, যারা আপনার ক্রোধের শিকার এবং যারা পথভ্রষ্ট।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝ وَيَشْفِ

صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

আমি কোরআন অবতীর্ণ করি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত; কিন্তু তা জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না। (সূরা আল-ইসরা: ৮২) | আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন তিনিই আমাকে সুস্থতা দান করেন। (সূরা আশ-শু'আরা: ৮০) | এবং তিনি মুমিন সম্প্রদায়ের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও আরোগ্য দান করবেন। (সূরা আত-তাওবা: ১৪)

৩. টিউমারকে পাহাড়ের মতো চূর্ণ-বিচূর্ণ করার আয়াত

নিয়ম: টিউমার চূর্ণ হচ্ছে—এই নিয়তে ৩ থেকে ৭ বার পড়বেন

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ

مِنْهُمْ أَحَدًا

এবং সেদিন আমি পাহাড়সমূহকে সঞ্চালিত করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন উন্মুক্ত প্রান্তর; আর আমি তাদেরকে একত্র করব, অতঃপর তাদের কাউকেই আমি ছাড়ব না। (সূরা আল-কাহফ: ৪৭)

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا

এর ফলে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার, পৃথিবী খণ্ডিত হওয়ার এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়। (সূরা মারইয়াম: ৯০)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝ فَيَذَرُهَا قَاعًا

صَفْصَفًا ۝ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

আর তারা আপনাকে পাহাড়সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, 'আমার রব এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন। অতঃপর তিনি তাকে সমতল ও মসৃণ ময়দানে পরিণত করবেন। সেখানে আপনি কোনো বক্রতা ও উঁচু-নিচু দেখতে পাবেন না।' (সূরা ত্বহা: ১০৫-১০৭)

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ ۝

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

আর আপনি পাহাড়সমূহকে দেখে অটল মনে করেন, অথচ সেগুলো মেঘমালার মতো উড়ে যাবে। (সূরা আন-নামল: ৮৮) | এবং পাহাড়সমূহকে সঞ্চালিত করা হবে, ফলে তা মরীচিকায় পরিণত হবে। (সূরা আন-নাবা: ২০) | এবং যখন পাহাড়সমূহকে সঞ্চালিত করা হবে। (সূরা আত-তাকভীর: ৩)

৪. টিউমারকে উপড়ে ফেলা ও শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করার আয়াত

নিয়ম: বারবার পড়বেন (অন্তত ৭ বার)

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে, এবং তার অভ্যন্তরে যা কিছু আছে তা সে বের করে দেবে ও শূন্য হয়ে যাবে। (সূরা আল-ইনশিকাক: ৩-৪)

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ

এবং যখন আকাশকে আবরণমুক্ত করা হবে। (সূরা আত-তাকভীর: ১১) | অতঃপর যখন নক্ষত্ররাজি আলোহীন হয়ে যাবে। (সূরা আল-মুরসালাত: ৮)

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ

আর একটি মন্দ কথার (বা বস্তুর) উদাহরণ হলো একটি মন্দ গাছ, যাকে মাটির ওপর থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই। (সূরা ইবরাহিম: ২৬)

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۝ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا

যখন পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে। (সূরা আল-ওয়াকিয়া: ৪-৬)

৫. জাদুকর ও জিনের শাস্তির আয়াত

নিয়ম: ৩ অথবা ৭ বার পড়বেন

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ۝ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ۝ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ

তুমি কি তাদেরকে দেখোনি যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়? তারা কীভাবে সত্য থেকে বিমুখ হচ্ছে? যারা কিতাবকে এবং আমি আমার রাসূলগণকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছি, তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং তারা অচিরেই জানতে পারবে, যখন তাদের গলদেশে বেড়ি থাকবে এবং শিকল দিয়ে তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে নেওয়া হবে ফুটন্ত পানির দিকে; অতঃপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে। (সূরা গাফির: ৬৯-৭২)

📌 সেলফ রুকইয়াহ গাইডলাইন

আপনি যে সমস্যাগুলো থেকে বের হতে চান অথবা যে রোগ থেকে সুস্থতা লাভ করতে চান সেই সমস্যা ও রোগ গুলোকে ১, ২, ৩, এভাবে নাম্বার দিয়ে সিরিয়াল অনুযায়ী প্রথমে নোট ডাউন করে নিবেন। পরবর্তীতে এক নম্বরে যে সমস্যা বা রোগটি থাকবে সেটার জন্য একদিন ৩০

মিনিট আপনি নিজেই রুকইয়াহ করবেন, দ্বিতীয় নম্বরে যে সমস্যা বা রোগটি থাকবে সেটার জন্য দ্বিতীয় দিন ৩০ মিনিট রুকইয়াহ করবেন। তৃতীয় দিন তৃতীয় সমস্যা বা রোগটির জন্য, চতুর্থ দিন চতুর্থ সমস্যা বা রোগের জন্য। এভাবে সিরিয়াল অনুযায়ী...

নিজেই নিজের রুকইয়াহ করার নিয়ম

"হে আল্লাহ আমার **ক্যান্সার, শরীরের যেকোনো স্থানের টিউমার, শারীরিক ব্যথা এবং এর** সাথে সম্পৃক্ত সকল বদনজর, হাসাদ, সেহের, জ্বীন, শরীরের ভিতরে ও বাইরে থাকা শয়তান জ্বীন ও তাদের সকল প্রভাবকে আপনি ধ্বংস করে দিন"

উপরের এই বাংলা দোয়াটি ১৫ মিনিট পাঠ করবেন। পাঠ করার সময় অবশ্যই টিউমারের জায়গায় হাত রেখে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ঘুরাবেন। আর বাকি ১৫ মিনিট সূরা ফাতিহা, ফালাক এবং নাস পাঠ করবেন। (অথবা টিউমার ধ্বংস করার উপরের বিশেষ দোয়া ও আয়াতগুলো পড়বেন)।

এভাবে বাংলা ১৫ মিনিট দোয়া এবং ১৫ মিনিট কুরআনের আয়াত পাঠ করে মোট ৩০ মিনিট রুকইয়াহ শেষ করার পর পানি, মধু, গোলাপজল, অলিভ অয়েল, সিদর পাতা, এগুলোতে ফুঁ দিয়ে মিশিয়ে ফুঁ দিবেন।

এরপর করার ফলে আপনার নিজের রুকইয়াহও হলো আবার সাথে সাথে আপনার পড়া পানি, পড়া মধু, পড়া তেল ইত্যাদি সব সাপ্লিমেন্ট ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়ে গেল।

সাপ্লিমেন্ট ব্যবহার করার নিয়ম

আপনি রুকইয়াহ করে যে পড়া পানি তৈরি করেছেন সেখান থেকে আধা লিটার পড়া পানি নিয়ে তাতে পরিমাণ মতো এবং স্বাদ মতো লেবুর রস, মধু, সিদর পাতা মিশিয়ে শরবত বানিয়ে পুরোটা খেয়ে আপনার জন্য সাপোর্টিভ রুকইয়াহ অ্যাক্টিভ করবেন।

সাজেস্টেড অডিও: ক্যান্সার ও টিউমার ধ্বংস করার রুকইয়াহ।

রুকইয়াহ গোসল করবেন সপ্তাহে ১ দিন

গোসলের নিয়ম: এক বালতি গোসলের পানি নিন। তাতে ১ লিটার পড়া পানি, এক চামচ পিঙ্ক সল্ট, ১০-১৫ চামচ গোলাপজল এবং ১ থেকে ৩ চামচ অলিভ অয়েল এবং সাতটি সিদর পাতা বেটে পেস্ট করে পানিতে মিশিয়ে ফেলুন।

এরপর এই ১ বালতি পানি থেকে আরেক বালতি পানি আপনার মাথার উপর থেকে আস্তে আস্তে ঢালবেন এবং পুরো শরীর ম্যাসাজ করবেন। পরবর্তীতে নরমাল ফ্রেশ পানি দিয়ে গোসল করে শরীর পরিষ্কার করে নিবেন।

পড়া অলিভ অয়েল ব্যবহার করবেন

গোসলের পর এবং রাতে ঘুমানোর আগে পুরো শরীরে পড়া অলিভ অয়েল মেখে নিবেন। বিশেষ করে **টিউমারের স্থানে** ঐ পড়া অলিভ অয়েল দিয়ে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে মালিশ করবেন।

পড়া পানি দিয়ে মুখ ধোবেন / স্প্রে করবেন

যখন আপনার বাসায় স্প্রে করবেন, তখন ঐ পানি দিয়ে স্প্রে করা হবে এবং পড়া পানি মিশিয়ে নিয়ে তা দিয়ে বাসার ফ্লোর মুছে নিবেন। একটি স্প্রে বোতলে পড়া পানি এবং সুগন্ধি ছাড়া এমন আতর মিশিয়ে বাসায় স্প্রে করবেন।

- **আমল**

সূরা কফ ৩ বার রাতে, সকালে সূরা ইয়াসিন, সন্ধ্যায় সূরা ওয়াকিয়া।

- **সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্নতের নিয়তে সাদাকাহ করবেন**

নিয়মিত মাসনুন আমল করার পাশাপাশি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্নতের নিয়তে সাদাকাহ আদায় করবেন।